জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২২ এপ্রিল, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

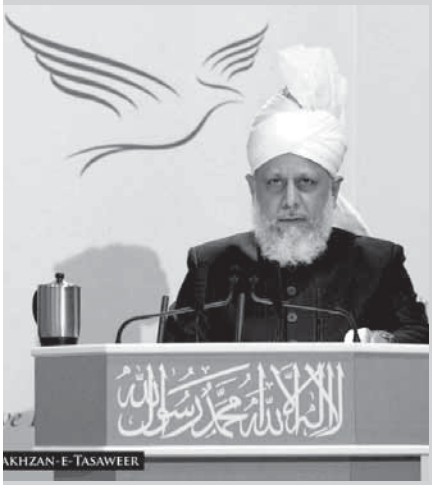

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

আজ আমি তোমাদের কল্যানের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের উপর নিজের দয়াকে পূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যখন এ ঘোষনা দিয়েছিলেন তখন বস্তত: সেটি ছিল সব কিছু প্রতিষ্ঠার যুগ। অতএব কোন আহমদীর এ বিষয়ে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই, না কখনোও চিন্তায় আসে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নতুন কোন বিষয় নিয়ে এসেছেন।

তিনি (আ.) তো সেই ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়াকে পুণরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কুরআনে করীম এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আসার ছিলেন আর এসেছেন। আঁ-হযরত (সা.) যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদেরকে নিজেদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিল।

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি যেন পূণরায় ঈমান এবং সত্যতার যুগ আগমন করে আর হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়"। (কিতাবুল বারিয়াহ্, রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড, পৃষ্টা-২৯৩, টীকা)

একজন আহমদী যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের সিলসিলায় দাখেল হওয়ার দাবী করেন তার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণনাকৃত এ শব্দ গুলোকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। এতে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এ (শিক্ষা) অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ার চেষ্টা করা উচিত। আর যখন একজন আহমদী এ গুলো সম্পাদন করতে থাকবে সেটি তাকে বয়আতের হক আদায়কারী সাব্যস্ত করবে। নতুবা একটি দাবী সর্বস্ব হবে যে, আমরা আহমদী।

সেই সত্যতা এবং ঈমান যা হযরত মসীর্হ মাওউদ (আ.) সৃষ্টি করতে চান বা যার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন, (সেটি হচ্ছে) যেন হৃদয়ে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। এটি কোন নতুন জিনিস নয়, যেমন কিনা তাঁর এ বাক্য থেকে স্পষ্ট, "পূণরায় ঈমান এবং সত্যতার যুগ আগমন করবে " অর্থাৎ এ ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়ার যুগ কোন সময়ে ছিল, যা এখন হারিয়ে গেছে। আর পূণরায় এটিকে ফিরিয়ে আনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ।

আমরা সকলে যে ভাবে জানি ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়া প্রতিষ্ঠার যুগ নিজের সর্বউচ্চ মর্যাদায় সে সময় এসেছিল যখন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আকাঁ ও মাওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করে শরীয়ত পূর্ণাঙ্গিন করে দিয়ে ঘোষণা দেন,

"আল ইয়ামা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতি ওয়া রাযীতু লাকুমুল্ ইসলামা দ্বীনা।"

যে, আজ আমি তোমাদের কল্যানের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের উপর নিজের দয়াকে পূর্ণ করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছি। আল্লাহ্ তাআলা যখন এ ঘোষনা দিয়েছিলেন তখন বস্তত: সেটি ছিল সব কিছু প্রতিষ্ঠার যুগ। অতএব কোন আহমদীর এ বিষয়ে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই, না কখনোও চিন্তায় আসে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নতুন কোন বিষয় নিয়ে এসেছেন।

তিনি (আ.) তো সেই ঈমান, সত্যতা এবং তাকওয়াকে পুণরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কুরআনে করীম এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আসার ছিলেন আর এসেছেন। আঁ-হযরত (সা.) যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলমানদেরকে নিজেদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিল।

তাই আমরা আহমদীগণ যখন এটি বলি যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছি তখন আমাদের দেখতে হবে, আমরা কি নিজেদের মধ্যে সেই ঈমান সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি যার শিক্ষা কুরআন করীম

দিয়েছিল আর যা সাহাবাগণ নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন? আমরা কি নিজেদের মাঝে সেই সত্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছি বা করছি যাকে আঁ-হযরত (সা.)-এর যুগে মু'মিনদের বড় একটি সংখ্যা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন এনে সৃষ্টি করেছিলেন? আমরা কি নিজেদের হৃদয়ে সেই তাকওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি যার বর্ণনা আমরা সাহাবা (রা.)-এর জীবনিতে পড়ে এবং শুনে থাকি? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো নিজের এবং নিজ সাহাবাদের জীবদ্দশায় এ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

আমি যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের ঘটনা বর্ণনা করি তখন এ উদ্ধৃতির আলোকেই করে থাকি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে এ বাক্য লিখেছেন, "আমি প্রেরিত হয়েছি যেন পুণরায় ঈমান এবং সত্যতার যুগ আগমন করে আর হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়"। অত:পর কয়েকটি লাইন ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "সুতরাং এ কাজ গুলোই হচ্ছে আমার স্বত্ত্বার মূল উদ্দেশ্য।"

(কিতাবুল বারিয়াহ্, রূহনী খাযায়েন ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৩, টীকা) অর্থাৎ তাঁর স্বত্ত্বা ও অস্তিত্বের আসল এবং মৌলিক বিষয়। সুতরাং তিনি যখন তাঁর মান্যকারীদের এক স্থানে সম্বোধন করে বলেন, "আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সজীব শাখা প্রশাখা সমূহ" (ফতেহ্ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪) তাই এই যে কাজ যার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, এ কাজ গুলো সম্পাদনকারীই তাঁর অস্তিত্বের সজীব শাখা হতে পারেন। কেননা তিনি তাঁর স্বত্ত্বার এটিই মৌলিক উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন।

এটি তো সম্ভব নয় যে, একটি সুমিষ্ট ফল দায়ক বৃক্ষের কতক ডাল-পালা বিষাক্তফল দিতে আরম্ভ করবে বা শুকনা ডাল ঐ বৃক্ষের অংশ হবে। শুকনো ডালকে কখনো এর মালিক থাকতে দেয় না বরং কেটে পৃথক করে দেয়। সুতরাং এটি অত্যন্ত ভয়ের জায়গা, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে বয়আতের পর আমাদের দায়িত্ব কী? যারা নতুন বয়আত করে জামাতে অন্তভূর্ক্ত হচ্ছেন, আমি তাদের অবস্থা এবং ঘটনা সমূহ যখন শুনি বা পত্রে পাঠ করি তখন নিজের ঈমানও বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে এমন অনেক আছেন যাদের বাপ-দাদা আহ্‌মদী ছিলেন তাদের কতকের অবস্থা সম্পর্কে যখন জানতে পারি যে, তাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী যেভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সেভাবে ইসলামী শিক্ষা সমূহে আমল করার দিকে দৃষ্টি নেই। কতক দূর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে যা দেখে দু:খ এবং কষ্ট হয়। জন্মগত আহমদী হওয়া অনেক সময় অনেকের মাঝে দূর্বলতা সৃষ্টি করে দেয়। তাই আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের হৃদয়কে পরখ করে নিজের যাচাই বাছাই করা প্রয়োজন। নিজের হৃদয়কে পরীক্ষা করতে থাকা প্রয়োজন, আমরা কোথাও তো এমন দূর্বলতার দিকে ধাবিত হচ্ছি না যা খোদা না করুন ফিরত আসার রাস্তাই বন্ধ করে দিবে বা কোথাও আমরা নাম সর্বস্ব আহমদী তো রয়ে যাচ্ছি না?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বর্ণনা এবং লিখনি সমূহের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আহমদীয়াতের প্রকৃত মর্ম তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন আমরা নিজেদের যাচাই বাছাই করতে থাকব আর আমাদের কথা ও কাজে কোন পার্থক্য থাকবে না। তিনি আমাদের ও অন্যদের মাঝে একটি পরিস্কার পার্থক্য দেখতে চান।

এক জায়গায় তিনি বলেন, আমি বারংবার কয়েক জায়গায় বলেছি, বাহ্যত: নামে আমাদের জামাত এবং অন্য মুসলমান উভয়তো একই। তোমরাও মুসলমান, তারাও মুসলমান আখ্যায়িত হচ্ছে। তোমরা কলেমা পড়, তারাও কলেমা পড়ে। তোমরাও কুরআনের অনুসরনের দাবী কর, তারাও কুরআনের অনুসরনেরই দাবী করে। বস্তুত: দাবীর দিক থেকে তো তোমরা এবং তারা উভয়ে সমান।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কেবল দাবীতে সন্তুষ্ট হন না, যতক্ষন পর্যন্ত এর সাথে কোন বাস্তবতা না থাকে আর দাবীর সমর্থনে কার্যত কিছু প্রমাণ এবং পরিবর্তনের দলিল না থাকে। (তিনি বলেন, দাবীর সমর্থনে কার্যত কিছু প্রমান আর পূণরায় সেটি দাখিল থাকা প্রয়োজন। দাবীর সমর্থনে বাস্তব যে পরিবর্তন সেটি যেন দৃষ্টিগোচরও হয়, সেটি যেন পরিস্কার প্রকাশও পায়, যা তার দলিল হবে।) অত:পর তিনি বলেন, এ কারণে অধিকাংশ সময় এ দু:খে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

(মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬০৪, নতুন সংস্করণ)

তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা কেবল দাবীতে সন্তুষ্ট হন না যতক্ষন পর্যন্ত কোন বাস্তবতা সাথে না থাকে আর দাবীর সমর্থনে কিছু বাস্তব প্রমাণ আর অবস্থা পরিবর্তনের দলিল না থাকে। এ কারণে অধিকাংশ সময় এ দু:খের কারনে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের নিকট কার্যত প্রমাণ চান। তাই আমরা নিজেরা যদি নিজেদের অবস্থা সমূহের পর্যালোচনা করি তাহলে অনেক উত্তম ভাবে নিজেদের বিশ্লেষণ করতে পারব। অনেক সময় অন্যদের বলার প্রেক্ষিতে মানুষ বিরক্ত হয়ে যায় বা কতক সময় বুঝানোর প্রেক্ষিতে আত্মম্ভরিতার প্রশ্ন এসে যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নিজের পর্যালোচনার জন্য সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রতি মূহুর্ত আমাকে দেখছেন, আর আমি বয়আতে একটি অঙ্গিকার করেছি, যা পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। তাহলে উত্তমভাবে মানুষ নিজের পর্যালোচনা করতে পারবে।

একজন আহমদী সে যতই দূর্বল হোক না কেন তারপরও তার মাঝে পুণ্যের কিছু ঝলক থেকে থাকে। যখনই অনুভূতি জাগ্রত হয় তখন পুণ্যের কলি প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ করে। তাই প্রত্যেককে কর্মের পানি সিঞ্চনে এ পূণ্যকে জীবিত রাখা প্রয়োজন, সেটিকে সজীব রাখা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাথাকে অনুভব করা প্রয়োজন। যাদের অনুভূতি জাগ্রত হয় তাদের অবস্থা দেখতে দেখতে শুকনা ডাল থেকে সজীব ডালে রুপান্তরিত হতে আরম্ভ করে।

অনেকে আমাকে পত্র লিখে থাকেন, পত্রে এ আবেগ থেকে থাকে যে, আমাদের মাঝে যেন সেই পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। সুতরাং যে নিজের অনুভূতিকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করে আর আল্লাহ্ তাআলা থেকে সাহায্য চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা যিনি মায়ের চেয়েও অধিক নিজের বান্দাদের ভালবাসেন, নিজের দিকে আগমনকারীকে দৌড়ে এসে নিজের সাথে চিমটে নেন, তখন এমন মানুষের অস্তিত্বই পরিবর্তীত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিজেদের ইহজগত এবং পরজগতকে সুসজ্জিত করার একটি স্বর্ণালী সুযোগ দিয়েছেন, আমরা যদি এ থেকে সঠিকভাবে উপকৃত না হই তাহলে এটি আমাদের দূর্ভাগ্য হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর থেকে সরাসরি কল্যাণ লাভকারী সাহাবাগণ বিদ্যমান অবস্থায় নিজের দু:খ এবং ব্যাথার প্রকাশ করেছিলেন। তাদের পদমর্যাদার দৃষ্টান্ত যখন আমরা পড়ি বা শুনি তখন ঈর্ষা হয়, কি অদ্ভুত

পরিবর্তন তারা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। তথাপি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যাকুলতাকে লক্ষ্য করুন, তাঁর তাকওয়ার সেই মাপকাঠিকে দেখুন যা তিনি তাঁর মান্যকারীদের থেকে প্রত্যাশা করেছেন। ঐ সময়ও কতকের অবস্থা দেখে তিনি বলেছেন, 'এ চিন্তায় আমার কঠিন দু:খ হয়।' তাই আমাদের দূর্বলতার অবস্থা কি পরিমাণ দু:খের কারণ হতে পারে। যদিও তিনি (আ.) আজ আমাদের মাঝে সেভাবে বিদ্যমান না তথাপি আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিকট আমাদের অবস্থা প্রকাশ করতে পারেন যে, কোন কোন সাহাবী, বুযূর্গ বা তাঁর নিকট আত্মিয়দের সন্তানদের কি কি অবস্থা? সেই মানুষ যারা খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে মন্দ পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে, নিজের জগতকে ছেড়ে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর স্বত্ত্বার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এ প্রতিজ্ঞার সাথে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন যে, সর্বদা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিব। তাদের কতকের সন্তানদের ধর্মীয় অবস্থা দুর্বল হয়ে গেছে আর কতকের এ বিষয়ে চিন্তাও নেই। সুতরাং আমাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নিজেদের বুযূর্গদের এ নিয়্যত থেকে প্রেরণা লাভ করতে থাকা উচিত।

আমাদের সম্মুখে একটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত যা আমরা অর্জন করব। তাদের জীবনের দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত। তাদের বয়আতের কারণ সমূহ জানা উচিত। তাহলেই আমরা কোন উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব আর তাদের আকাঙ্খাকে পূর্ণকারী হতে পারব।

কিছুদিন পূর্বের কথা, আমাদের একজন পুরনো বুযূর্গ ছিলেন আব্দুল মুগনী খান সাহেব। তাঁর ছেলে তাঁর সম্পর্কে আমাকে বলছিলেন যে, তিনি আলিগড় ইউনিভার্সিটি থেকে ক্যামেষ্ট্রিতে বি. এসসি করেছিলেন। সে যুগে মুসলমান ছেলেরা সাইন্স কমই পড়ত। তাই ভাইস-চেন্সেলার তাঁকে বললেন তুমি এটি ভাল বিষয়ই নির্বাচন করেছ আর উত্তম সফলতাও লাভ করেছ। আমরা তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে চাকুরি দিচ্ছি, সাথে পড়াও জারী রেখো। তাঁর পিতামহ কোন ইংরেজ বন্ধুকে সুপারিশ করে রেখেছিলেন, (সে যুগে ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল) তিনিও কোন ভাল চাকুরির প্রস্তাব দিয়েছিল।

অত:পর তাঁকে এ পরামর্শও দেয়া হয় যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ে এতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। খান সাহেব সে সময় কাদীয়ানে এসেছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগ ছিল, তিনি তাঁকে সবগুলো বিষয় বললেন আর সে সাথে নিবেদন করলেন, হুযুর আমি তো বৈষয়িকতায় পড়তে চাই না। আমি যদি কাদিয়ানে থেকে কাদিয়ানের অলি গলি ঝাড়ু দেয়ারও কাজ পাই তাহলে সোটিকে এ উন্নত চাকুরী গুলোর তুলনায় প্রাধান্য দিব। সুতরাং এমন বূযূর্গও ছিলেন যারা সাহাবা থেকে কল্যাণ লাভ করেছিলেন। অত:পর তাঁকে স্কুলে সাইন্সের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, পরে নাযের বায়তুল মাল নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্ভবত প্রথম নাযের বায়তুল মাল ছিলেন। যাই হোক পুরানো বুযূর্গগণ আর বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ পুণ্যে অগ্রগামী ছিলেন। তথাপি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কয়েকজনের দূর্বল অবস্থাও দেখে বলেন, 'আমরা আত্মিক কষ্ট পাই'।

সুতরাং আমাদের নিজেদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া অত্যধিক প্রয়োজন। আমরা যদি চিন্তা করি আমরা কাদের বংশধর। আমাদের বুযূর্গ-গন আহমদীয়াত গ্রহনের পর নিজেদের মাঝে কি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন। যদি আমরা এ বিষয়ে চিন্তা করি আর এ প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা নিজেদের বুযূর্গদের নামকে কখনো কলঙ্কিত হতে দেব না তাহলে এই যে সংশোধনের পদ্ধতি এটি নিজেই উত্তমভাবে আমাদের তাকওয়ার পদমর্যাদাকে উন্নত করবে। আমাদের পুণ্য সম্পাদনের দিকে আকৃষ্ট করবে। জীবিত জাতির এটিই নিদর্শন হয়ে থাকে যে, তাদের পুরানোগণও নিজেদের ঐতিহ্যকে নি:শেষ হতে দেন না আর ভাল থেকে ভাল উন্নতির অনুসন্ধান করেন। নিজেদের পদমর্যাদাকে উন্নত করতে থাকেন।

নতুন আগতগণও একটি নতুন উদ্দীপনা নিয়ে জামা'তে প্রবেশ করে, তাঁরা যখন পুরানোদের উন্নত মর্যাদা দেখে তখন আরও প্রতিযোগীতার রুহ সৃষ্টি হয়। আর এভাবে জাতীয় পর্যায়ে পূণ্যের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং আমরা যখন এ দাবী করি যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে আমাদের অবস্থা সমূহেরও পরিবর্তন করব আর পৃথিবীতেও একটি পরিবর্তন আনব তাহলে এর জন্য স্থায়ী পর্যবেক্ষনের প্রয়োজন হবে। কেবল নিজের পর্যালোচনা করলেই হবে না, নিজ স্ত্রী-সন্তানদেরও পর্যবেক্ষন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "স্ত্রী নিজের স্বামীর কথা, কাজ এবং অবস্থার সর্বাধিক বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। পুরুষ যদি সঠিক হয় তাহলে মহিলাও সঠিক হবে।

নতুবা তাকে (পুরুষকে) দর্পন দেখাবে যে, আমার সংশোধনের কি চেষ্টা করছ, প্রথমে তো নিজের অবস্থার পরিবর্তন কর। তাই মহিলাদের সংশোধনের জন্য আবশ্যক যে, পুরুষকে নিজের অবস্থাতেও পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মহিলাদের সংশোধন হয়ে গেলে আগত প্রজন্মের সংশোধনেরও জামানত এসে যায়। সুতরাং আগত বংশধরদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পুরুষের নিজের অবস্থার দিকে সর্বাধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অত:পর এই যে, মহিলা-পুরুষের দৃষ্টান্ত, পিতা-মাতার দৃষ্টান্ত, স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টান্ত এগুলো সন্তানদেরও দৃষ্টিএদিকে আকৃষ্ট করবে যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে মজে যাওয়া নয় বরং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এখানে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যাও করে দিতে চাই, কেউ যেন মনে না করেন নাউযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবাদের মাঝে অনেক দুর্বলতা ছিল বা কিছু সংখ্যায়ও এমন ছিলেন যার কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এটি বলতে হয়েছিল। যেভাবে পূর্বেও আমি বলেছি, সম্ভবত গুটিকতকই এমন হবেন যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাপকাঠির নিরীখে উত্তীর্ণ হতে পারেননি তথাপি তিনি গুটি কতকের মাঝেও দুর্বলতা দেখতে চান নি।

সেই মজলিস যেখানে তিনি কতককে দেখে তার মনোবেদনার উল্লেখ করেছেন, (সেখানে) তিনি কতককে দেখে এটিও বলেছেন, "আমরা দেখছি এ জামা'ত নিষ্ঠা ও ভালবাসায় অনেক উল্লেযোগ্য উন্নতি করেছে। অনেক সময় জামাতের নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং ঈমানের আবেগ দেখে আমরা নিজেরা বিস্ময়াভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত হই।" (মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্টা-৬০৫, নতুন সংস্করণ)

সুতরাং ঈমানের আবেগ প্রদর্শনকারীও অনেক ছিলেন বরং অধিকাংশই (এমন) ছিলেন বরং আমাদের তো এটি বলা উচিত যে, আমাদের তুলনায় সব (সাহাবা এমন ঈমানের আবেগ প্রদর্শনকারী) ছিলেন। কিন্তু নবী নিজের জামাতে উন্নত পদমর্যাদা দেখতে চান। আমারা যে যুগ অতিবাহিত করছি এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরই যুগ, এযুগে এখনও খোদা তাআলার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হওয়ার আছে। তাঁর সাথে আল্লাহ্

তাআলা যে ওয়াদা করেছিলেন এখনও অনেক পূর্ণ হওয়া অবশিষ্ট আছে।

তাই আমরা যদি চাই যে, সে ওয়াদা গুলো সত্বর আমাদের জীবণে পূর্ণ হোক তাহলে আমাদেরকে সততা, ঈমান এবং তাকওয়ার মানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা যখন আল্লাহ্ তাআলার নিকট এ আকাঙ্খা রাখি যে, তিনি আমাদেরকে জামাতি উন্নতি প্রদান করুন তাহলে (সেই সাথে) আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভেরও চেষ্টা করতে হবে।

এটিও বলে দিতে চাই, এ যুগেও আল্লাহ্ তাআলার ফযলে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অনেক মানুষ এগিয়ে আছে আর ভবিষ্যত বংশধরের মাঝেও এ প্রেরণা যোগাচ্ছেন। আমি একদা পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য লাহোরের ঘটনার পর এ চিন্তার বহি:প্রকাশ করেছিলাম যে, খোদ্দাম বা সওফে দওম-এর আনসারগণও যারা জামাতের স্থাপনা এবং মসজিদ সমূহে ডিউটি দিচ্ছেন, তাদের মধ্য থেকে কতক সম্পর্কে এ সংবাদ রয়েছে যে, একটি দীর্ঘ সময় ডিউটি দেয়ার কারণে তাদের পক্ষ থেকে ক্লান্তির অনূভব বা আকর্ষন হীনতা প্রকাশ পায়।

এ কারণে এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন অথবা ব্যবস্থাপনাকে অন্য কোন পদ্ধতিতে এ সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন। সদর খোদ্দামূল আহমদীয়া পাকিস্তান যখন এ বিষয়টি নিজের খোদ্দামদের পর্যন্ত পৌছালেন তখন আমার কাছে খোদ্দামূল আহমদীয়া পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা পূর্ণ কতক পত্র আসল যে, আমরা নতুন করে নিজেদের প্রতিজ্ঞার নবায়ন করছি।

আমরা পূর্বেও কখনো ক্লান্ত হইনি আর ইনশাল্লাহ্ না আগততে কখনও এমন চিন্তা সৃষ্টি করব যে, জামাতি ডিউটি আমাদের জন্য কোন বোঝা। আপনি নিশ্চিত থাকুন, তদ্রুপভাবে মহিলাদের পত্র আসল, আমাদের ভাই, স্বামী বা সন্তান নিজেদের কাজ থেকে ফিরে এসে তৎক্ষনাৎ জামাতী ডিউটি সমূহে চলে যায় আর আমরা সানন্দে তাদের বিদায় দেই। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আমাদের একাকিত্বে থেকেও কোন ধরনের ভয় নেই।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমন বলেছেন, এ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ঈমানের আবেগের কারণে। এ সম্পর্কে এটিও স্মরণ রাখবেন এ কর্তব্য সমূহ এবং ডিউটির মাঝে নিজের খোদাকে কখনও ভুলবেন না। নামাযগুলো সময়মত আদায় করবেন আর ডিউটির সময় যিকরে এলাহী এবং দোয়ার দ্বারা নিজেদের জিহ্বাগুলোকে সতেজ রাখবেন।

আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে খোদা তাআলার স্বত্ত্বা। আমাদের যে সাহায্য লাভ হবে তা খোদা তাআলা থেকে লাভ হবে। আমরা তাঁর নির্দেশে সামান্য চেষ্টা করছি, যা কিছু করার সেটিতো প্রকৃত পক্ষে খোদা তাআলাই করবেন। তাই যখন খোদা তাআলার সাথে চিমটে যাবেন তখন খোদা স্বয়ং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তার হাত কে বিরত রাখবেন। তাই দোয়াতে কখনো অলস হবেন না। অত:পর এ ইবাদত, দোয়া এবং যিকরে এলাহী-এর ফল বাস্তবে যখন সাধারণ অবস্থায়ও প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব থেকে প্রকাশিত হতে থাকবে তাহলে তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণিত পদ মর্যাদাকে লাভ করতে পারব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

(সূরা আন-নাহল-১২৯)

তাকওয়া, পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন কারী খোদা তাআলার সমর্থনের ভিতর থাকেন আর তারা সবসময় অবাধ্য হওয়ার ভয়ে ভীত এবং কম্পমান থাকেন।" (ভয় করেন এবং আতঙ্কে থাকেন।)

(মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্টা-৬০৬)

সুতরাং সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার তাকওয়া ও ভয়ই বান্দার হেফাযতও করে আর তাকে পার্থিব ভয় থেকেও রক্ষা করে। তাই একজন আহমদীর যদি ভয় থাকে যে কোথাও তিনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে যান (তা হলে তারা রক্ষা পাবে)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি (যেন) আমার জামা'তকে সংবাদ দেই, যারা এমন ঈমান এনেছেন যার সাথে পার্থিব মিশ্রণ নেই আর সেই ঈমান কপটতা বা ভীরুতায় কর্দমাক্ত নয়, আর সেই ঈমান আনুগত্যের কোন পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত নয়। এমন মানুষ খোদার প্রিয় পাত্র। খোদা বলেন, তাদের পদচারণা সত্যের পদচারণা।

(আল-ওসিয়্যত পুস্তিকা রূহানী খাযায়েন ২য় খন্ড, পৃষ্টা-৩০৯)

সুতরাং এটি হচ্ছে ঈমানের মাপকাঠি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন এ মাপকাঠি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি।

এখানে আনুগত্যেরও বর্ণনা এসেছে, এ সময় আমি আনুগত্যের আলোকে কিছু বলতে চাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, আনুগত্যের কোন পদমর্যাদা থেকেও বঞ্চিত না হয়। আনুগত্যের বিভিন্ন ধরণ এবং পদ মর্যাদা রয়েছে যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আনুগত্যের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, জামাতের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য, আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ সমূহের উপর আমল করাও আনুগত্য। তদ্রুপভাবে মানুষ আরও অনেক বিষয়াবলী চিন্তা করে আর প্রত্যেক জিনিষকে একটি ব্যবস্থাপনার অধীন করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার পূর্ণ আনুগত্য করে। আল্লাহ্ তাআলার অধিনস্ত হওয়ার জন্য কেবল আনুগত্যই এমন মাধ্যম যার দিকে দৃষ্টি থাকলে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। উদাহরণ এটির স্বরূপ আনুগত্যের মাপকাঠি সর্বোৎকৃষ্ট একটি অবস্থা আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবনিতে দেখতে পাই।

যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর টেলিগ্রাম আসল, তৎক্ষণাত এসে যাও তখন তিনি তার দাওয়াখানায় (নিজের ক্লিনিকে) বসেছিলেন, সেখান থেকেই দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলেন। এই আহ্বান এ শহর থেকে আসেনি যে, ঐ-ভাবে (প্রস্তুত বিহীন অবস্থার) উঠে চলে গেলেন। বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিল্লিতে ছিলেন, আর হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) কাদিয়ানে ছিলেন ঘরের লোকদের সংবাদ পাঠালেন আমি যাচ্ছি, কোন পথ খরচ, অন্য খরচ, কাপড় জিনিস-পত্র ইত্যাদির পেকিং করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সোজা ষ্টেশনে পৌছে গেলেন, গাড়ী কিছু লেট ছিল তখন একজন ধনাঢ্য পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাত হল।

তিনি নিজের রুগীকে দেখাতে চাইলেন আর অনুরোধ করলেন। গাড়ী লেট থাকার কারনে তিনি রুগীকে দেখলেন। সেই রুগীকে দেখার যে ফিস তিনি পেলেন সেটিই তাঁর সফরের খরচ হয়ে গেল। এ ভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যবস্থা করে দিলেন আর তিনি নিজের মনিবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন। যখন সেখানে পৌছলেন তখন জানতে

পারলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এভাবে বলেননি যে, তৎক্ষনাত এসে যান। টেলিগ্রাম লেখক টেলিগ্রামে লিখে দিয়েছেন 'সত্বর পৌছেন'। তথাপি কোন অভিযোগ নেই যে, এভাবে আমি এসেছি, আমাকে কেন কষ্ট দেয়া হল। অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেখানে বসে গেলেন।

(হায়াতে নূর পৃষ্ঠা-২৮৫ থেকে সংকলিত)

এ হচ্ছে উচ্চ মার্গের আনুগত্যের মাপকাঠি, নির্দেশের সম্মুখে অন্যসব চিন্তা ভাবনা মূল্যহীন। অত:পর যে ভাবে আমি বলেছি আল্লাহ তাআলারও এ ব্যবহার যে, সাথে সাথে ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন, আর এরা এমনই মানুষ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা নিজের অভিরুচি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এটি আমাদের জন্যও আদর্শ।

অত:পর জমা'তের ব্যবস্থাপনা রয়েছে, এতে ছোট ছোট কর্মকর্তা থেকে যুগ খলীফা পর্যন্ত আনুগত্য। বস্তুত: এটি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যের ধারাবাহিকতা। যেমন কিনা আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে, আর যে আমার আনুগত্য করে সে খোদা তাআলার আনুগত্য করে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল ৩য় খন্ড, পৃষ্টা-৪৯, মসনদ আবু হুরায়রা হাদীস-৭৩৩০)

সুতরাং জমা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যে মৌলিক বিষয়কে লাভ করার জন্য ছোট থেকে ছোট স্তর পর্যন্তও আনুগত্য অত্যধিক আবশ্যক। কোন জামা'ত অথবা জাগতিক দৃষ্টি কোন থেকে দেখলে দেখা যাবে পার্থিব ব্যবস্থাপনা বা সরকার পরিচালনার জন্যও একটি ব্যবস্থাপনা থাকে। এটির প্রয়োজন পড়ে, এছাড়া ব্যবস্থাপনা চলতে পারে না। জাগতিক সরকার পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে কিছু নিয়ম-নীতি থেকে থাকে।

এগুলো মেনে চলা আবশ্যক হয়ে থাকে। সরকারের নিকট যেহেতু শক্তি থেকে থাকে তাই তারা নিজেদের সেই ব্যবস্থাপনার আনুগত্য নিজের শক্তি ও নিয়ম নীতির অধিনে করে থাকে যা তারা তৈরী করে রাখে। কিন্তু একটি আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হচ্ছে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির আনুগত্য। এ কারণে এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে আনুগত্যকারী আমার প্রিয়। তাই ব্যবস্থাপনার ছোট থেকে ছোট স্তর হতে আরাম্ভ করে ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যে আনুগত্য রেয়েছে সেটি খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা জামা'তে আহমদীয়ার সাথে খিলাফতের যে ওয়াদা করেছেন আর কুরআন করীমে মু'মিনদের জামা'তের সাথে খিলাফত জারীর যে অঙ্গিকার করা হয়েছে সেটির এক মাত্র উদাহারণ জামা'তে আহমদীয়াতে রয়েছে। কিন্তু এই যে আয়াত, যাতে আল্লাহ তাআলা খিলাফতের ওয়াদা করেছেন আর যাকে আয়াতে ইস্তেখলাফ বলা হয় সে আয়াতের পূর্বের এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এটিও বলেন,

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে তুমি তাদের আদেশ করলে তারা অবশ্যই (ঘর থেকে) বেরিয়ে পড়বে। তুমি বল, তোমরা কসম খেও না। ন্যায় সঙ্গত ভাবে আনুগত্য কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বদা অবগত আছেন।

(সূরা আন্ নূর: ৫৪)।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা এখানে মুমেনদের আনুগত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মোমেন কিভাবে আনুগত্য করে, কেননা যখন সে শুনে তখন তারা "সামেনা ওয়া আতা'য়না" বলে। এই এলান করে, আমরা শুনলাম আর আমরা আনুগত্য করলাম, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হোক বা ইচ্ছার বিরোধী হোক, আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। এটি হচ্ছে উন্নত পর্যায় যা একজন মোমেনের প্রদর্শন করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা এটিই বলেন, তোমরা যদি মোমেন হয়ে থাক তা হলে বড় বড় কসম খাওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল ন্যায় সংগত আনুগত্য কর। নিয়ম অনুযায়ী যে আনুগত্য রয়েছে সেটি কর। দাঁড়িয়ে আমরা এ প্রতিজ্ঞা তো করি যে, যে ন্যায় সংগত যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটির মান্য করাকে আবশ্যক মনে করব। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন টাল বাহানা আরম্ভ করে দেই। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন প্রকৃত মু'মিন সে, যে কেবল কসম খায়না বরং সর্ব অবস্থায় আনুগত্য প্রকাশ করে।

এখানে একটি বিষয় ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, পূর্বেও বলেছি, এখানে 'আয়াতদার মারুফ' রয়েছে, (ন্যায় সংগতে আনুগত্য)। ন্যায় সংগত সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়ে থাকে, জানা উচিত আহমদীয়া খিলাফতের পক্ষ থেকে কখনো আল্লাহর নির্দেশ পরিপন্থি কোন শিক্ষা দেয়া হয় না। ন্যায় সংগত সিদ্ধান্তের অর্থ এটিই যে, শরীয়ত অনুযায়ী যে কথা হবে সেটির আনুগত্য করা হবে।

প্রত্যেক আহমদী যদি এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে খিলাফতের ধারাবাহিকতা হচ্ছে, **'খিলাফত আ'লা মিনহাজিন্ নাবুওয়া'** তা হলে এ বিশ্বাসেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, খিলাফত থেকে শরীয়ত পরিপন্থি কোন নির্দেশ আমাদের দেয়া হবে না, তদ্রুপ জামা'তের ব্যবস্থাপনাতেও এটি যখন খিলাফতের ব্যবস্থার অধীনে কাজ করছে তখন সেটি শরীয়তের পরিপন্থি নির্দেশ দিবে না। আর যদি কোন কারণে দেয় বা ভুল বশত এমন কোন নির্দেশ এসে যায় তা হলে যখন যুগের খলীফার নিকট সেই বিষয়টি পৌছবে তখন তিনি সেটিকে ঠিক করে দিবেন।

সুতরাং একজন আহমদী যখন খিলাফতের মজবুতির জন্য দোয়া করে তখন সাথেই নিজের আনুগত্যের উন্নত পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী হওয়ার জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন যেন আল্লাহ তাআলার পছন্দনিয় আর খিলাফতের পুরষ্কারের সাথে চিমটে থাকতে পারে। যে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছি খোদা তাআলা যেন কখনো সেটি থেকে বঞ্চিত না করেন।

কদাচিত কতক মানুষ নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে জামাতের ব্যবস্থাপনাতে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে আর সেই পুরষ্কার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় যা আল্লাহতাআলা এখন চৌদ্দ শত বছর পর দান করেছেন। উদাহররণ স্বরূপ কতক কানুনী বাধ্যবাধকতার কারণে যদি 'কাযার' ব্যবস্থাপনায় যা বাস্তবে জামাতের ভিতর মধ্যস্ততাকারী ব্যবস্থাপনা, যখন লিখিত চাওয়া হয় আর নতুন করে লিখিয়ে নেয়া হয় এ সালিশী এবং বিচারিক সিদ্ধান্তকে আমি সানন্দ মানতে রাজী আছি আর কোন আপত্তি থাকবে না।

এ ব্যবস্থাপনায় আমি স্ব-ইচ্ছায় নিজের বিষয়াদী নিয়ে এসেছি। তখন কতক এই কুধারণা করে যে, আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে যাবে এ জন্য আমরা লিখিত দিব না, অস্বীকার করে বসে। এমন লোকদের শুরু থেকেই নিয়্যত পবিত্র থাকে না, তারা কেবল বিষয়টিকে দীর্ঘায়ীত করতে চায়, (তার মনে করে) কোন বিষয়কে কিছু দিন এড়িয়ে চললে পরে এখানে সিদ্ধান্ত হবে না আর তখন সরকারের আদালতে নিয়ে যাব। অত:পর এ সকল লোকেরা যখন এখান থেকে অস্বীকার করে জাগতিক আদালতে যায় আর সেখানে যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হয় তখন পূণরায় 'কাযায়' নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

এমন লোকদের বিষয় গুলো জামাত পূণরায় গ্রহণ করে না, কেননা প্রথমবার তারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে, তারা জামা'তের ব্যবস্থাপনায় ভরসা করেনি। ফল স্পষ্ট, আল্লাহ্ তাআলাও এটিই বলেন যে, তারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে, অত:পর তারা আমার অপছন্দনিয়। মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার অপছন্দনিয় হয়ে যায়, বাহ্যত: সে জামা'তের সদস্য আখ্যায়িত হলেও বাস্তবে সে জামাতের সেই কল্যাণ থেকে কল্যাণ মন্ডিত হয় না যা খোদা তাআলা জামা'তের সদস্যদের জামা'তের কল্যাণে পৌছিয়ে থাকেন।

সুতরাং বাহ্যত: ছোট ছোট বিষয় কিন্তু আত্মঅহমিকা এবং কু-ধারণার জন্য আল্লাহ তাআলার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়। তাই প্রত্যেক আহমদীর খোদা তাআলার প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, এতেই আমাদের আর আমাদের বংশধরদের জীবন নিহীত।

এরই সাথে আমি জামা'তের কর্মকতাদেরও এটি বলব যে, তারা তখনই খিলাফতের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী আখ্যায়িত হতে পারেন যখন খোদার ভয়ে সুবিচারের চাহিদা সমূহ পূর্ণকারী হন। কোনও কর্মকর্তার কারণে কেউ পদস্খলিত হলে সেই কর্মকর্তাও সেটির জন্য দোষী। কেননা সে খোদা তাআলার দেয়া আমানতের হক আদায় করেনি।

তার ভুলের জন্য যদি পদস্খলন হয় আর কোথাও ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে অবশ্যই সেই (কর্মকর্তা) দোষী আর আমানতের হক আদায় কারী নয়। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী সে যেখানেই থাকুক, সব সময় এটি বুঝা উচিত যে, আমি আমার বয়আতের অঙ্গিকারকে কায়েম রাখার জন্য, নিজের ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রত্যেক অবস্থায় সততা এবং তাকওয়ার বহি:প্রকাশ করতে থাকব, যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ কারী হতে পারি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আমি জামা'তের আধিক্যে কখনও আনন্দিত নই" (জামা'তে সংখ্যার আধিক্য যেটি রয়েছে সেটি আনন্দের বিষয় নয়) "জামা'তের প্রকৃত অর্থ এটি নয় যে, হাতে হাত রেখে বয়আত করে নিলাম বরং জামাত তখন জামা'ত আখ্যা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে যখন বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকার অর্থে তাদের মাঝে একটি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে আর তাদের জীবন পাপ এবং পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আত্মিক কামনা বাসনা আর শয়তানের কব্জা থেকে বেরিয়ে খোদা তাআলার সন্তুষ্টিতে বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহ্ এবং বান্দার হক খোলা হৃদয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করবে। ধর্মের জন্য আর ধর্ম প্রচারের জন্য তাদের মাঝে একটি ব্যাকুলতা সৃষ্টি হবে। নিজের আশা আকাঙ্খা মিটিয়ে খোদার হয়ে যাবে।"

তিনি (আ.) বলেন, "মুত্তাকি সে-ই, যে খোদা তাআলাকে ভয় করে আর সেই বিষয় গুলোকে ছেড়ে দেয় যা ঐশী ইচ্ছার পরিপন্থি। আত্মা এবং আত্মার আশা আকাঙ্খা আর পার্থিব জগতের মাঝে যা আছে সবকিছুকে আল্লাহ্ তাআলার তুলনায় মূল্যহীন জ্ঞান করবে।" (মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্টা-৪৫৪-৪৫৫, নতুন সংস্করণ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা অনুযায়ী জীবন কাটানোর তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

বের হয়েছে! বের হয়েছে !!

১। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত অত্যন্ত মূল্যবান বই 'দাফেউল বালা' (বালা মুসিবত প্রতিরোধক) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

২। আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব রচিত 'কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কি জগতপতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

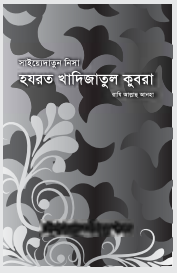

৩। মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব রচিত 'সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)' বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

সবকটি বই আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি আপনার কপিটি দ্রুত সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
আহমদীয়া লাইব্রেরী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল নং : ০১৯১২৭২৪৭৬৯